কলকাতা হাইকোর্টে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি চম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সি.আর.আর ৮০১

শ্রী সুমন কুমার দাস ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী অরুণ কুমার মাইতি, শ্রীমতী কাবেরি সেনগুপ্ত, শ্রী আর.আর. মোহান্তি, শ্রীমতী সুকন্যা বসু, শ্রী শিবম সাহা।
রাজ্যের জন্য	: শ্রী আনোয়ার হোসেন, শ্রীমতী সুজাতা দাস।
২ নং বিপরীত পক্ষের জন্য	: কেউ নেই।
শুনানির সমাপ্তি	: ২৩.১১.২০২৩
রায়দানের তারিখ	: ৩০.১১.২০২৩

<u>বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):</u>

১. উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বিচারাধীন ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক/৪০৬/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২০১০ সালের অক্টোবর ৯ তারিখের দমদম থানা মামলা নং ৪০৫ থেকে উদ্‌ভূত জি.আর. মামলা নং ৩৭১১-এর কার্যধারা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী নং ১ হলেন স্বামী, আবেদনকারী নং ২ হলেন শাশুড়ি এবং আবেদনকারী নং ৩ হলেন বিরোধী পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর শ্যালিকা।

৩. বিরোধী পক্ষ নং ২/স্ত্রী আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক/৪০৬/৫০৬/৩৪ ধারায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

৪. **১৯৯১ সালে দলগুলির বিয়ে হয়েছিল।** অভিযোগ করা হয় যে, যেহেতু তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল, তাই **সে ০৩.১০.২০১০-এ তার শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে** তার পিতামাতার বাড়িতে চলে যায় **(প্রায় ২০ বছর পর)**।

৫. ০৩.১০.২০১০-এও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। বিবাহবিচ্ছেদের আদেশটি একটি সম্পূরক হলফনামার মাধ্যমে দায়ের করা হয়েছে।

৬. ২৩.০৯.২০১৯ তারিখে উচ্চ আদালত কর্তৃক ২০১৮ সালের এফ.এ.টি. নং ২৩৯-এ নিম্নরূপ **ফলাফল (প্রাসঙ্গিক)** সহ বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি মঞ্জুর করা হয়েছে:-

আদেশের তারিখ ২৩.০৯.২০১৯

"……

রেকর্ডের প্রমাণ রয়েছে যে এই দম্পতি কখনও কোনও উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য একসাথে বসবাস করেননি। তারা সম্ভবত মাত্র কয়েক দিনের জন্য একসাথে বসবাস করেছিলেন।

……

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে এই পুরো সময়ের জন্য, যা মাত্র ২ বছর, ৩০ বছরের কম সময়ের জন্য এই দম্পতি একে অপরের সাথে কোনও সম্পর্ক ছাড়াই আলাদাভাবে বসবাস করছেন।

……

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে, শিক্ষিত বিচারপতির এই রায় দেওয়া উচিত ছিল যে মানসিক নিষ্ঠুরতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি তা না করে ভুল করেছিলেন।

……"

সাক্ষর/-

৭. এখানে স্বামী ছিলেন আবেদনকারী, বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদনকারী।

৮. এই সংশোধনে সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিরোধী পক্ষ নং ২/স্ত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়নি।

৯. রাজ্য মামলা ডায়েরি রেখেছে।

১০. যৌতুকের জন্য নির্যাতনের অভিযোগে ১৯ বছর পর মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

১১. দরখাস্তকারীর অভিযোগ রয়েছে যে বিরোধী পক্ষ নং ২/স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ বা আত্মহত্যা করতে বলেছে কারণ তার সন্তান নেই, যাতে তিনি পুনরায় বিয়ে করতে পারেন।

১২. এটিও অভিযোগ করা হয়েছে যে তখন তাকে নির্দয়ভাবে মারধর করার জন্য বের করে দেওয়া হয়েছিল, তবে অভিযোগগুলি এমনকি প্রাথমিকভাবে প্রমাণ করার জন্য কেস ডায়েরিতে কোনও বাজেয়াপ্ত তালিকা বা কোনও মেডিকেল কাগজপত্র নেই।

১৩. বিয়ের ১৯ বছর পর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে কোনও উপকরণ নেই।

১৪. দলগুলিও এখন বিবাহবিচ্ছেদ করেছে।

১৫. কহকশান কৌসার @সোনম ও অন্যান্য বনাম দ্য স্টেট অফ বিহার অ্যান্ড অন্যান্য, ২০২২ লাইভ ল (এস.সি.) ১৪১-এ সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ-

> "**সমস্যা জড়িত**
>
> **১১.** আপিলকারী এবং উত্তরদাতাদের দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং যুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করার পরে, আমাদের বিবেচিত মতামত অনুযায়ী, তাৎক্ষণিক মামলায় যে সর্বাগ্রে বিষয়টি নির্ধারণ করা প্রয়োজন তা হল শ্বশুরবাড়ির আপিলকারীদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের প্রকৃতির কিনা এবং তাই বাতিল হওয়ার যোগ্য কিনা।
>
> **১২.** অভিযোগের প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার আগে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে আইপিসির ৪৯৮এ ধারা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য ছিল কোনও মহিলার উপর তার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির দ্বারা সংঘটিত নিষ্ঠুরতা রোধ করা, দ্রুত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে সহজতর করা। তবে, এটি সমানভাবে সত্য যে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিবাহের প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে আরও বেশি অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব রয়েছে, এখন আগের চেয়ে বেশি। এর ফলে স্বামী এবং তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্কোর নিষ্পত্তির হাতিয়ার হিসাবে আইপিসি ৪৯৮ক-এর মতো বিধানগুলি ব্যবহার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
>
> **১৩.** এই আদালত রাজেশ শর্মা এবং অন্যান্য বনাম ইউ. পি. রাজ্য ও অন্যান্য (২০১৮) ১০ এস. সি. সি ৪৭২ মামলার রায়ে মন্তব্য করেছেঃ-

"১৪. স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী বা তার আত্মীয়দের হাতে নিষ্ঠুরতার শাস্তির প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য নিয়ে সংবিধানে ৪৯৮-ক ধারা যুক্ত করা হয়েছিল, বিশেষত যখন ১৯৮৩ সালের ৪৬ নং আইনের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতিতে উল্লিখিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতার ফলে কোনও মহিলার আত্মহত্যা বা হত্যার সম্ভাবনা ছিল। ৪৯৮ক ধারায় 'নিষ্ঠুরতা' অভিব্যক্তিটি এমন আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে যা মহিলাকে আত্মহত্যা করতে বা গুরুতর আঘাত (মানসিক বা শারীরিক) বা জীবনের ঝুঁকি বা হয়রানির দিকে ঠেলে দিতে পারে যাতে তাকে বেআইনী দাবি মেটাতে বাধ্য করা যায়। এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয় যে ইতিমধ্যেই ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর কিছু পরিসংখ্যানে উল্লিখিত বিপুল সংখ্যক মামলা দায়ের করা অব্যাহত রয়েছে। এই আদালত এর আগে এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে এই ধরনের বেশিরভাগ অভিযোগ এই মুহূর্তের উত্তাপে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দায়ের করা হয়। এই ধরনের অনেক অভিযোগই সৎ নয়। অভিযোগ দায়ের করার সময় এর প্রভাব এবং পরিণতি দৃশ্যমান হয় না। কখনও কখনও এই ধরনের অভিযোগগুলি কেবল অভিযুক্তদেরই নয়, অভিযোগকারীকেও অযথা হয়রানির দিকে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের জন্য ডাকা নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট করে দিতে পারে।"

১৪. এর আগে, এই আদালতের ঐতিহাসিক রায়ে **অর্নেশ কুমার বনাম বিহার রাজ্য এবং এরেকজন; (২০১৪) ৮ এস.সি.সি ২৭৩**-এর ক্ষেত্রেও এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ-

"৪. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বৈবাহিক বিরোধ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দেশে বিবাহের প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সম্মানিত। স্বামী এবং তার আত্মীয়দের হাতে কোনও মহিলার উপর হয়রানির বিপদ মোকাবেলায় আইপিসি ধারা ৪৯৮-ক চালু করা হয়েছিল। আইপিসি ধারা ৪৯৮-ক একটি আমলযোগ্য এবং অ-দণ্ডনীয় অপরাধ যা অসন্তুষ্ট স্ত্রীদের দ্বারা ঢালের পরিবর্তে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত বিধানগুলির মধ্যে এটিকে গর্বের একটি সন্দেহজনক স্থান দিয়েছে। হয়রানির সহজতম উপায় হল এই বিধানের অধীনে স্বামী এবং তার আত্মীয়দের গ্রেপ্তার করা। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, শয্যাশায়ী দাদা এবং স্বামীদের ঠাকুমা, কয়েক দশক ধরে বিদেশে বসবাসকারী তাদের বোনদের গ্রেপ্তার করা হয়।"

১৫. প্রীতি গুপ্ত এবং এরেকজন বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং এরেকজন; (২০১০) ৭ এস.সি.সি ৬৬৭-এও এটি লক্ষ্য করা গেছেঃ-

"৩২. এটি একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে আইপিসি ধারা ৪৯৮এ-এর অধীনে এই অভিযোগগুলির বেশিরভাগই যথাযথ আলোচনা ছাড়াই তুচ্ছ বিষয়গুলির উপর মুহূর্তের উত্তাপে দায়ের করা হয়। আমরা এমন অনেকগুলি অভিযোগের মুখোমুখি হই যা

এমনকি সৎ নয় এবং তির্যক উদ্দেশ্য নিয়ে দায়ের করা হয়। একই সময়ে, যৌতুক হয়রানির প্রকৃত মামলার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিও গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

৩৩. পারিবারিক জীবনের সামাজিক বন্ধন যাতে নষ্ট বা ধ্বংস না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য আইনজীবীর বিদ্বান সদস্যদের বিশাল সামাজিক দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ছোট ঘটনার অতিরঞ্জিত সংস্করণগুলি ফৌজদারি অভিযোগের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়। বেশিরভাগ অভিযোগ হয় তাদের পরামর্শে বা তাদের সম্মতিতে দায়ের করা হয়। আইনজীবীর শিক্ষিত সদস্যরা যারা একটি মহৎ পেশার অন্তর্ভুক্ত তাদের অবশ্যই তার মহৎ ঐতিহ্য বজায় রাখতে হবে এবং ধারা ৪৯৮এ-এর অধীনে প্রতিটি অভিযোগকে একটি মৌলিক মানবিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং সেই মানবিক সমস্যার একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে পক্ষগুলিকে সহায়তা করার জন্য গুরুতর প্রচেষ্টা করতে হবে। সমাজের সামাজিক বন্ধন, শান্তি ও প্রশান্তি যাতে অক্ষত থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের যথাসাধ্য তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। বারের সদস্যদের এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে একটি অভিযোগ যেন একাধিক মামলার দিকে না নিয়ে যায়।

৩৪, দুর্ভাগ্যবশত, অভিযোগ দায়ের করার সময় অভিযোগকারীর দ্বারা এর প্রভাব এবং পরিণতি সঠিকভাবে কল্পনা করা হয় না যে এই ধরনের অভিযোগ অভিযোগকারী, অভিযুক্ত এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের জন্য অসহনীয় হয়রানি, যন্ত্রণা এবং ব্যথার কারণ হতে পারে।

৩৫. ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সত্য খুঁজে বের করা এবং দোষীদের শাস্তি দেওয়া এবং নির্দোষদের রক্ষা করা। এই অভিযোগের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সত্য খুঁজে বের করা একটি কঠিন কাজ। স্বামী এবং তার সমস্ত নিকটাত্মীয়দের জড়িত করার প্রবণতাও অস্বাভাবিক নয়। কখনও কখনও, ফৌজদারি বিচার শেষ হওয়ার পরেও, প্রকৃত সত্যটি নির্ধারণ করা কঠিন। আদালতগুলিকে এই অভিযোগগুলি মোকাবেলায় অত্যন্ত সতর্ক এবং সতর্ক হতে হবে এবং বৈবাহিক মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময় অবশ্যই ব্যবহারিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিতে হবে। স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের হয়রানির অভিযোগ যারা বিভিন্ন শহরে বসবাস করতেন এবং অভিযোগকারী যেখানে থাকতেন সেখানে কখনও যাননি বা খুব কমই গিয়েছিলেন তাদের সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ থাকবে। অভিযোগের অভিযোগগুলি অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

৩৬. অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে যে দীর্ঘ এবং দীর্ঘস্থায়ী ফৌজদারি বিচারগুলি পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে বিদ্বেষ, তিক্ততা এবং তিক্ততার দিকে পরিচালিত করে। এটি একটি বিষয়ও

সাধারণ জ্ঞান যে অভিযোগকারীর দায়ের করা মামলাগুলিতে স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের কয়েক দিনের জন্যও কারাগারে থাকতে হয়েছিল, এটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দেবে। কষ্টের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং বেদনাদায়ক।

১৬. গীতা মেহরোত্রা এবং এরেকজন বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং এরেকজন; *(২০১২) ১০ এস. সি. সি ৭৪১-এ দেখা গেছেঃ-*

"২১. এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক হবে ***জি.ভি. রাও বনাম এল.এইচ.ভি. প্রসাদ ও অন্যান্য (২০০০) ৩ এস.সি.সি ৬৯৩****-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের একটি উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের দিকে নজর দেওয়া, যেখানে একটি বৈবাহিক বিরোধেও এই আদালত বলেছিল যে, উচ্চ আদালতের বৈবাহিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত অভিযোগ বাতিল করা উচিত ছিল, যেখানে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমায় যুক্ত করা হয়েছিল, যা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপগুলি তাতে পর্যবেক্ষণ করেছিল যার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত যে:*

সাম্প্রতিক সময়ে বৈবাহিক বিরোধের সূত্রপাত ঘটেছে। বিবাহ একটি পবিত্র অনুষ্ঠান, যার মূল উদ্দেশ্য হল অল্পবয়সী দম্পতিকে জীবনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম করা। কিন্তু সামান্য বৈবাহিক সংঘর্ষ হঠাৎ করে উদ্ভূত হয় যা প্রায়শই গুরুতর অনুপাত ধারণ করে যার ফলে জঘন্য অপরাধ ঘটে যার ফলে পরিবারের প্রবীণরাও জড়িত থাকে যার ফলস্বরূপ যারা পরামর্শ দিতে এবং পুনর্মিলন ঘটাতে পারত তাদের ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো হলে তারা অসহায় হয়ে পড়ে। বৈবাহিক মামলা মোকদ্দমাকে উৎসাহিত না করার জন্য এখানে অনেক কারণ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যাতে পক্ষগুলি তাদের খেলাপি বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা করতে পারে এবং পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে বিরোধগুলি বন্ধ করে দিতে পারে আইন আদালতে লড়াই করার পরিবর্তে যেখানে এটি শেষ হতে বছর এবং বছর লাগে এবং সেই প্রক্রিয়ায় পক্ষগুলি বিভিন্ন আদালতে তাদের মামলাগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদের "তরুণ" দিনগুলি হারায়। "এই বিষয়ে বিচারকদের দ্বারা গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে আদালতগুলি এই ধরনের বিরোধকে উৎসাহিত করবে না।

১৭. *সম্প্রতি,* ***কে. সুব্বা রাও বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য,*** *(২০১৮) ১৪ এসসিসি ৪৫২-এ আরও দেখা গেছে যেঃ-*

"৬. বৈবাহিক বিবাদ এবং যৌতুকজনিত মৃত্যু সম্পর্কিত অপরাধে দূরবর্তী আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে আদালতকে সতর্ক থাকতে হবে। স্বামীর আত্মীয়দের সর্বজনীন অভিযোগের ভিত্তিতে জড়িত করা উচিত নয় যদি না তাদের অপরাধে জড়িত থাকার নির্দিষ্ট উদাহরণ তৈরি করা হয়।"

১৮. উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই আদালত বহুবার আইপিসি-র ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহার এবং অভিযোগকারীর পাশাপাশি অভিযুক্তদের উপর বিচারের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিশ্লেষণ না করে স্বামীর আত্মীয়দের বৈবাহিক বিরোধে জড়িত করার প্রবণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। উক্ত রায়গুলি থেকে আরও স্পষ্ট যে, বৈবাহিক বিরোধের সময় করা সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের মাধ্যমে মিথ্যা প্রভাব, যদি নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তা হলে তা আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের কারণ হতে পারে। অতএব, এই আদালত তার রায়ের মাধ্যমে আদালতকে স্বামীর আত্মীয়স্বজন এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া থেকে সতর্ক করেছে।

এবং অবশেষে আদালত রায় দেয়ঃ-

"**২২.** অতএব, প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং অভিযুক্ত আপিলকারীদের কোনও নির্দিষ্ট ভূমিকার অনুপস্থিতিতে, আপিলকারীরা যদি বিচারের ক্লেশের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তা হলে তা অন্যায় হবে, অর্থাৎ, অভিযোগকারীর স্বামীর আত্মীয়রা বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতিতে সাধারণ এবং সর্বজনীন অভিযোগ প্রকাশ করা যায় না। এই আদালত বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোর দিয়ে বলেছে যে, একটি ফৌজদারি বিচারের ফলে শেষ পর্যন্ত খালাসও অভিযুক্তদের উপর গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি করে এবং তাই এই ধরনের অনুশীলনকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করা উচিত।"

১৬. **অভিষেক বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য মামলায়, ২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫৬ এবং ২০১৫ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৫৭,৩১ আগস্ট, ২০২৩,** সুপ্রিম কোর্ট বলেছেঃ-

*"**১১.** এই বাস্তব পটভূমি হওয়ার কারণে, আমরা শুরুতেই লক্ষ্য করতে পারি যে, এফআইআর-এর বিরুদ্ধে আপিলকারীদের বাতিল **আবেদন** যে কোনও ক্ষেত্রে খারিজ হওয়ার যোগ্য ছিল, কারণ এর সঙ্গে সম্পর্কিত চার্জশিট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ফাইল করা হয়েছিল, **কেবল প্রত্যাখ্যানের জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন।***

এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, হাইকোর্টের সিয়ার.পি.সি-এর ধারা ৪৮২-এর অধীনে দায়ের করা একটি পিটিশন গ্রহণ ও তার উপর কাজ করার ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে. এমনকি এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতাও থাকবে

যখন এই ধরনের পিটিশনের বিচারাধীনতার সময় পুলিশ দ্বারা চার্জশিট দাখিল করা হয় [জোসেফ সালভারাজ এ বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য দেখুন [(২০১১) ৭ এস.সি.সি ৫৯]। এই নীতিটি আনন্দ কুমার মোহাত্তায় এবং অন্য একটি বনাম রাজ্য (দেথির এন. সি. টি), স্বরাষ্ট্র বিভাগ এবং অন্য একটি। [(২০১৯) ১১ এস.সি.সি ৭০৬]-তে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল। অতএব, এই বিষয়টি আমাদের পক্ষ থেকে আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

১২. সিয়ার.পি.সি-এর ধারা ৪৮২ অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতার রূপগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। **ভি. রবি কুমার বনাম রাজ্য পুলিশ পরিদর্শক, জেলা অপরাধ শাখা, সালেম, তামিলনাড়ু এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা [(২০১৯) ১৪ এস.সি.সি. ৫৬৮],** এই আদালত নিশ্চিত করেছে যে যেখানে কোনও অভিযুক্ত হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারকে আহ্বান করে এফআইআর বাতিল করতে চায়, সেখানে অভিযোগের অভিযোগের সত্যতা বিচার করার জন্য হাইকোর্টের পক্ষে বাস্তবসম্মত ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।

মেসার্স নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (প্রিভেত) লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য [২০২১ সালের ফৌজদারি আপিল নং.৩৩০,১৩.০৪.২০২১-তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে], এই আদালতের একটি ৩-বিচারকের বেঞ্চ ধারা ৪৮২ সিয়ার.পি.সি.-এর অধীনে ক্ষমতার পরিধি এবং ব্যাপ্তি বিশদভাবে বিবেচনা করেছে। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে বাতিল করার ক্ষমতাটি সতর্কতার সাথে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে, মৃত্যুদণ্ডের প্রেক্ষাপটে প্রণীত নিয়মের সাথে বিভ্রান্ত না হয়ে সংযতভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, যে এফ.আই.আর./অভিযোগটির বাতিলকরণ চাওয়া হয়েছে, তা পরীক্ষা করার সময় আদালত তাতে করা অভিযোগের নির্ভরযোগ্যতা বা সত্যতা বা অন্য কোনও বিষয়ে তদন্ত শুরু করতে পারে না, তবে আদালত যদি যথাযথ মনে করে, বাতিলকরণ এবং আইন দ্বারা আরোপিত আত্মনিয়ন্ত্রণের পরামিতিগুলি এবং আরও বিশেষত, **আর. পি কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (এ.আই.আর ১৯৬০ এস.সি ৮৬৬) এবং হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এই আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পরামিতিগুলি বিবেচনা করে। [(১৯৯২) সম্পূরক (১) এস. সি.সি.এস ৩৩৫],** আদালতের এফআইআর/অভিযোগ বাতিল করার এখতিয়ার থাকবে।

১৩. বৈবাহিক বিবাদের মধ্যে স্বামীর পরিবারের সদস্যদের দ্বারা তার স্ত্রীর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে শুরু করা ফৌজদারি মামলা বাতিল করার জন্য একটি পিটিশন দায়ের করার উদাহরণগুলি বিরল বা সাম্প্রতিক উৎস নয়। এই বিষয়ে প্রচুর পূর্বসূরী রয়েছে। আমরা এখন বিশেষ প্রাসঙ্গিক কিছু সিদ্ধান্তের দিকে নজর দিতে পারি। সম্প্রতি, **কহকশান কাউসার ওরফে সোনম এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য এবং**

অন্যান্য (২০২২) ৬ এস.সি.সি ৫৯৯], *এই আদালত একই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সুযোগ পেয়েছিল যেখানে হাইকোর্ট আই.পি.সি-র ৪৯৮ক ধারা সহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য দায়ের করা এফআইআর বাতিল করতে অস্বীকার করেছিল।*

শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে করা অভিযোগগুলি সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগ ছিল কিনা যা বাতিল করা হবে, এই বিষয়টি উল্লেখ করে এই আদালত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলির কথা উল্লেখ করেছে যেখানে আইপিসি ৪৯৮এ ধারার অপব্যবহার এবং স্বামীর আত্মীয়দের বৈবাহিক বিরোধে জড়িত করার প্রবণতা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে বৈবাহিক বিরোধের সময় করা সাধারণ সর্বজনীন অভিযোগের মাধ্যমে মিথ্যা প্রভাব, যা অনিয়ন্ত্রিত রেখে দেওয়া হয়েছে, তার ফলে আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

সেই মামলার তথ্যে দেখা গেছে যে স্ত্রী শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ করেননি এবং এটি বলা হয়েছিল যে শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগের অভাবে তাদের বিচারের অনুমতি দেওয়ার ফলে আইনের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হবে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে একটি ফৌজদারি বিচার, যা শেষ পর্যন্ত খালাসের দিকে পরিচালিত করে, অভিযুক্তদের উপর গুরুতর দাগ ফেলবে এবং এই ধরনের অনুশীলনকে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

১৪. প্রীতি গুপ্ত এবং এরেকজন বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য এবং এরেকজন (২০১০) ৭ এস.সি.সি. ৬৬৭] *মামলায়, এই আদালত উল্লেখ করেছে যে স্বামী এবং তার সমস্ত নিকটাত্মীয়দের জড়িত করার প্রবণতা আই. পি. সি-র ৪৯৮এ ধারার অধীনে দায়ের করা অভিযোগের ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিক নয়। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আদালতগুলিকে এই অভিযোগগুলি মোকাবেলায় অত্যন্ত সতর্ক ও সতর্ক থাকতে হবে এবং বৈবাহিক মামলাগুলি মোকাবেলা করার সময় অবশ্যই ব্যবহারিক বাস্তবতা বিবেচনা করতে হবে, কারণ স্বামীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের দ্বারা হয়রানির অভিযোগ, যারা বিভিন্ন শহরে বসবাস করত এবং কখনও অভিযোগকারী যেখানে বাস করত সেখানে যায়নি বা খুব কমই পরিদর্শন করেছিল, তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণ যুক্ত করবে এবং এই ধরনের অভিযোগগুলি খুব যত্ন এবং সতর্কতার সাথে তদন্ত করতে হবে।*

১৫. *এর আগে,* ***নীলু চোপড়া বনাম ভারতী [(২০০৯) ১০ এস.সি.সি ১৮৪]*** *মামলায়, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, অভিযোগ দায়ের করার জন্য সংবিধিবদ্ধ বিধান এবং তার ভাষার নিছক উল্লেখ, বিষয়টির 'সম্পূর্ণ এবং শেষ' নয়, কারণ আদালতের নজরে যা আনা প্রয়োজন তা হল প্রত্যেক অভিযুক্তের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের বিবরণ এবং সেই অপরাধ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা।*

এই পর্যবেক্ষণগুলি আইপিসি ধারা ৪৯৮ক-এর সাথে জড়িত একটি বৈবাহিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে করা হয়েছিল।

***১৬.** আরও সাম্প্রতিক উৎস হল **মাহমুদ আলী এবং অন্যান্য বনাম ইউ.পি. রাজ্য এবং অন্যান্যদের (২০২৩ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৩৪১,০৮.০৮.২০২৩-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে)** ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ প্রযোজ্য আইনি নীতির উপর। এতে দেখা গেছে যে, যখন কোনো অভিযুক্ত হাইকোর্টের সামনে আসে, তখন হয় ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 482 এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এক্তিয়ার, এফ.এই.আর. পাওয়ার জন্, অথবা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল, মূলত এই ভিত্তিতে যে এই ধরনের কার্যক্রম স্পষ্টতই তুচ্ছ বা বিরক্তিকর বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অন্তঃস্থ উদ্দেশ্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত, তাহলে এই ধরনের পরিস্থিতিতে, হাইকোর্টের এফ.এই.আর খতিয়ে দেখা কর্তব্য, যত্ন সহকারে এবং একটু ঘনিষ্ঠভাবে।*

এটি আরও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আদালতের পক্ষে শুধুমাত্র এফ.আই.আর./অভিযোগে করা বিভ্রান্তিগুলি খতিয়ে দেখার জন্য যথেষ্ট হবে না যে অভিযুক্ত অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি তুচ্ছ বা উদ্বেগজনক কার্যধারায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, আদালতের দায়িত্ব রয়েছে মামলার রেকর্ড থেকে উত্থাপিত অন্যান্য অনেক উপস্থিতি পরিস্থিতির উপর নজর রাখা এবং, যদি প্রয়োজন হয়, যথাযথ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে, লাইনের মধ্যে পড়ার চেষ্টা করা।

***১৭. ভজন লাল (উপরে)-এ,** এই আদালত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, মামলাগুলির বিস্তৃত বিভাগগুলি নির্ধারণ করেছিল যেখানে ধারা ৪৮২ সিয়ার.পি.সি-এর অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তের অনুচ্ছেদ ১০২ নিম্নরূপ:*

'১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি করা যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণগুলি কোনও আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, সেখানে কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোনও তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না যা কোডের ধারা ১৫৫ (২) এর অধীনে বিবেচিত হয়।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংশ্লিষ্ট কোড বা আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে এইচ. টি. এম সত্ত্বেও একটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।

১৭. লিখিত অভিযোগের অভিযোগগুলি সাধারণ প্রকৃতির এবং অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে পিটিশনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি মামলাও তৈরি করে না। বর্তমান মামলাটি বিয়ের ১৯ বছর পর দায়ের করা হয়েছে

রেকর্ডে কোনও সহায়ক উপকরণ ছাড়াই, এটি দেখানোর জন্য যে অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি যে কোনও আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উপস্থিত রয়েছে এবং এইভাবে এই জাতীয় মামলাটিকে বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে এবং বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল হতে বাধ্য।

১৮. ২০২০ সালের সিআরআর ৮০১ সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

১৯. উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরের লার্নড অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮এ/৪০৬/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২০১০ সালের অক্টোবর ০৯ তারিখের দমদম থানা মামলা নং ৪০৫ থেকে উদ্ভূত জি.আর. মামলা নং ৩৭১১-এর কার্যধারা এতদ্বারা **আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বাতিল করা হয়েছে, যেমন সুমন কুমার দাস, মঞ্জুজু দাস, সিকৃতি দাস।**

২০. সমস্ত সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২১. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২২. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য লার্ড ট্রায়াল কোর্টে পাঠানো হবে।

২৩. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly